কলকাতার উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার)

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

সম্মানীয় বিচারপতি চম্পা দত্ত (পল)

সিআরআর ২০১৯ সালের ১১৭৬

অমিত দেব @অমিত অর্ধেন্দু দেব ও অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশ রাজ্য

আবেদনকারীদের জন্য : শ্রীমতী দেবপ্রিয় মজুমদার

শ্রী জোনাকি খান।

রাজ্যের জন্য : শ্রী নেগুইভ আহমেদ,

শ্রী তৃনা মিত্র।

শুনানি শেষ হয়েছে : ২১.০৯.২০২৩

বিচার : ০৫.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল):</u>

১. বর্তমানে ব্যারাকপুরের বিদ্বান ৩য় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন দমদম থানা মামলা নম্বর ৬৩৩/১৩ তারিখ ১৯.০৯.২০১৩ থেকে উদ্ভূত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ক /৩২৩/৪০৬/৩৪ ধারার অধীনে বিতর্কিত চার্জশিট নম্বর ২৯৫ বাতিল করার অনুরোধ জানিয়ে বর্তমান সংশোধনীর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ক /৩২৩/৪০৬ ৩৪ ধারার অধীনে অপরাধের অভিযোগ এনে বিপরীত পক্ষের ২ নং দ্বারা দায়ের করা একটি লিখিত অভিযোগ অনুসারে ফৌজদারি মামলায় জড়িত করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ক /৩২৩/৪০৬ নম্বর দমদম থানা মামলা হিসাবে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

৩. উক্ত লিখিত অভিযোগে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অভিযোগ করা হয়েছিল যেঃ-

> *১৯.০৯.২০১৩ তারিখে প্রায় ২১.৪৫ ঘন্টা অভিযোগকারী একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে অভিযোগকারী আবেদনকারী নং ১-এর আইনত বিবাহিত স্ত্রী এবং উক্ত বিবাহটি ০৫.০৮.২০১১-এ সম্পন্ন করা হয়েছিল এবং নিবন্ধিত হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে ২৬.১০.২০১১ তারিখে প্রচুর সোনা সহ এবং রুপার অলঙ্কার এবং অন্যান্য ঘরের জিনিসপত্র ৫০,০০০/- টাকা নগদ যৌতুক হিসাবে দেওয়া. বিয়ের কিছুদিন পর অভিযোগকারীকে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে শারীরিকভাবে তার স্বামী এবং অন্যান্য শ্বশুরবাড়ির দাবিতে বাবার কাছ থেকে সোনার অলংকার সহ বিপুল নগদ টাকা অভিযোগকারীর। অভিযোগকারী তার বাবা-মা সহ অভিযুক্তদের দাবি পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে স্বামী এবং অন্যান্য শ্বশুরবাড়ি কিন্তু চাহিদা যেমন ছিল না পূর্ণ হল, তার উপর অত্যাচার বেড়ে গেল। অভিযোগকারী তার স্বামীর আরও অনেক অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলেও অভিযোগ অন্যান্য মেয়েদের সাথে। তাই মামলা*

৪. ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেছে তদন্তকারী সংস্থা আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক/৩২৩/৪০৬/৩৪ চার্জশিট নং ২৯৫ তারিখ ৩১.১.২০১৩।

৫. আবেদনকারী নং ১ পেশায় একজন প্রকৌশলী, আবেদনকারী নং ৩ হল একটি কীর্তি চক্রের পুরস্কার বিজয়ী এবং এর মাধ্যমে সেবা দিয়ে আসছে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে এবং এর মেয়াদকালে তার জীবন যাত্রা এই আবেদনকারীর সেবা, আচার-আচরণ ও আচরণকে কখনই বলা হয়নি যে কোন কোণ থেকে প্রশ্ন এবং আবেদনকারী নং ১ এছাড়াও তার এলাকায় একজন শালীন ও উচ্চ যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। উপর অপরদিকে অভিযোগকারীর সাথে দরখাস্তকারীর শত্রুতা রয়েছে না ২ এবং ৩ এবং সেই প্রভাবে আবেদনকারীকে বাধ্য করেছে নং ১ বাঁচতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় বিয়ের তারিখ যা প্রাথমিকভাবে এর খারাপ উদ্দেশ্য প্রদর্শন করে আবেদনকারীদের প্রতি অভিযোগকারী।

৬. অভিযোগকারীর অসৎ উদ্দেশ্যের বিষয়টি আরও প্রমাণিত হয় অভিযোগকারী গুরুতর ঝামেলা সৃষ্টি করেছে এবং যখন আবেদনকারীকে মুম্বাইতে স্থানান্তর করতে চাওয়া হয় তখন বাধা দেওয়া হয় তার কাজের জন্য। আর তার বাবার নির্দেশে অযথা প্রভাব ফেলে স্থানান্তর স্থগিত করা হয় এবং অভিযোগকারীও অফিসে যান মিথ্যা এবং অসার অভিযোগের সাথে আবেদনকারীকে আহত করে অফিস সহকর্মীর সামনে আবেদনকারীর খ্যাতি এবং সম্মান এবং অন্যান্য কর্মীদের।

৭. আবেদনকারী নং ২ এবং ৩ বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন। আবেদনকারী নং ৩ প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত শয্যাশায়ী ব্যক্তি এবং তার দিন গণনা করা হয় এবং অভিযোগকারীর আচরণ নিবন্ধন করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আরও খারাপ করেছে পরিস্থিতি অনেকাংশে, যেমন অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা একেবারে ভিত্তিহীন এবং বিরক্তিকর এবং তাই এটিতে ইভেন্ট যদি ইমপানজেড কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়, একই আবেদনকারীদের জন্য গুরুতর কুসংস্কার সৃষ্টি করবে এবং তাই একই ন্যায়বিচারের শেষের জন্য একযোগে আলাদা করা হবে।

৮. **শ্রীমতী দেবপ্রিয় মজুমদার, আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী** প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু থেকে বলা এবং নথিভুক্ত অন্যান্য উপকরণ এটি ক্রিস্টাল অভিযোগকারী দায়ের করেছেন আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে একটি দূষিত মামলা হিসাবে লিখিত অভিযোগ বৃহত্তরভাবে সমাজের সামনে পিটিশনকারীদের হয়রানি ও অপমান করার আদেশ। হিসাবে এই ধরনের অপযুক্তিমূলক কার্যক্রম এবং অভিযোগপত্রের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে ভারতীয় দণ্ডের ধারা ৪৯৮ক/৩২৩/৪০৬/৩৪ - এর অধীনে আবেদনকারীরা কোড হল আইনের প্রক্রিয়ার একটি চরম অপব্যবহার এবং এইভাবে বাতিল/সেট করার জন্য দায়ী একবারে একপাশে।

৯. **রাজ্য কেস ডায়েরির একটি অনুলিপি রেখেছে।**

১০. **যথাযথ সেবা সত্ত্বেও এর পক্ষে কোন প্রতিনিধিত্ব নেই বিপরীত দল নং ২**

১১. **নথি থেকে দেখা যায় যেঃ-**

i) ২০১১ সালে উভয় পক্ষের বিয়ে হয় এবং বিয়ের দুই বছর পর ২০১৩ সালে অভিযোগ দায়ের করা হয়, যদিও অভিযোগকারী বিয়ের ৬ মাস পর তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে চলে যায় (লিখিত অভিযোগের অনুচ্ছেদ ৯) যেখানে সে বলেছে যেঃ –

"এটি নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার কাছে কৃষ্টি হলের পাশে মধুবন অ্যাপার্টমেন্টের ৩ তলায় আমার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, ২৮৯/২, দুর্গা বাড়ি রোড, কলকাতা-৭০০ ১৩১ বিয়ের ঠিক ৬ মাস পরে আমার স্বামীর সহায়তায় আমার শ্বশুরবাড়ির দ্বারা এই ধরনের বর্বরোচিত এবং অমানবিক কাজ এবং কার্যকলাপের মুখোমুখি হয়ে এবং বিকাশ ভট্টাচার্য, ২৯ এপিসি অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০৩০-এ একটি ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আবেদনকারীরা আমার উপর এই ধরনের জঘন্য কাজ এবং কার্যকলাপ বন্ধ করেনি, কারণ আমার শ্বশুরবাড়িও এখানে এসেছিল কেবল তাদের ক্ষমতা এবং নির্যাতন দেখানোর জন্য। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আমার শ্বশুরবাড়ি প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা এবং এর জন্য তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং সর্বদা বলেন "কেউ তা করতে পারে না যা সে চায়! সে যা করে তার জন্য কেউ দোষারোপ করতে পারে না!" এটা বলা বেদনাদায়ক যে আমি আমার শ্বশুরবাড়ির নির্দেশ অনুসারে আমার দরজা বন্ধ করার পরে কখনও ঘুমাতে যাই না এবং আমার শ্বশুর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনও সময় আমার ঘরে প্রবেশ করেন এবং এমন বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং কেউ আমার শ্বশুরবাড়ির এই ধরনের জঘন্য কাজ এবং ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে পারে না এবং আমি একেবারে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার নিদ্রাহীন রাতগুলি কান্নায় কাটিয়েছিলাম। এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমার শ্বশুর তাঁর চাচাত ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। "

ii) তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ১৮ মাস পর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

iii) লিখিত অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগের প্রকৃতি সাধারণ, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে যেমনটি বলা হয়েছে।

iv) অভিযোগকারী/স্ত্রী এসবিআই লাইফ ইনস্যুরেন্স কো. লিমিটেডের একজন কর্মী এবং নিজের বিবৃতি অনুসারে ফ্ল্যাট কেনার জন্য প্রতি মাসে ৮৫০০০/- টাকা ই. এম. আই হিসাবে প্রদান করছেন কিন্তু অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি স্বামী তাকে কোন কাগজপত্র দেখায়নি।

১২. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ক ধারায় বলা হয়েছেঃ-

*"**৪৯৮ক. কোনও মহিলার স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় তাকে** নিষ্ঠুরতার **শিকার করে** - যে ব্যক্তি কোনও মহিলার স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় হয়েও এই ধরনের মহিলাকে নিষ্ঠুরতার শিকার করে, তাকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং জরিমানাও করা হবে।*

ব্যাখ্যা - এই ধারার উদ্দেশ্যে, "নিষ্ঠুরতা" মানে -

(ক) এমন কোনও ইচ্ছাকৃত আচরণ যা মহিলাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে বা মহিলার জীবন, অঙ্গ বা স্বাস্থ্যের (মানসিক বা শারীরিক যাই হোক না কেন) গুরুতর আঘাত বা বিপদ ঘটাতে পারে; অথবা

(খ) মহিলাকে হয়রানি করা যেখানে 'এই ধরনের হয়রানি তাকে বা তার সাথে সম্পর্কিত কোনও ব্যক্তিকে কোনও সম্পত্তি বা মূল্যবান সুরক্ষার জন্য কোনও বেআইনী দাবি পূরণ করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে করা হয় বা তার বা তার সাথে সম্পর্কিত কোনও ব্যক্তির দাবি পূরণে ব্যর্থতার কারণে হয়।

***অপরাধের উপাদান** - ৪৯৮ ক ধারার অধীনে অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিম্নরূপঃ-*

(১) একজন মহিলা বিবাহিত ছিলেন;

(২) তিনি নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিলেন;

(৩) এই ধরনের নিষ্ঠুরতা অন্তর্ভুক্ত ছিল-

(i) এমন কোনও ইচ্ছাকৃত আচরণ যা এই ধরনের মহিলাকে আত্মহত্যা করতে বা গুরুতর পরিণতি ঘটাতে প্ররোচিত করতে পারে।

তার জীবন, অঙ্গ বা স্বাস্থ্যের জন্য আঘাত বা বিপদ, তা সে মানসিক বা শারীরিক যাই হোক না কেন।

(ii) সম্পত্তি বা মূল্যবান সুরক্ষার বেআইনি দাবি মেটাতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বা এই ধরনের মহিলা বা তার কোনও আত্মীয় বৈধ দাবি মেটাতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এই ধরনের মহিলার ক্ষতি করা।

(iii) মহিলাটি তার স্বামী বা তার স্বামীর কোনও আত্মীয় দ্বারা এই ধরনের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল।

১৩. ***কহকশান কৌসার @সোনম এবং অন্যরা বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যরা*** ২০২২ ***লাইভ ল (এসসি) ১৪১***-এ সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

"সমস্যা জড়িত

১১. *আপিলকারী এবং উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং যুক্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরে, আমাদের বিবেচিত মতামত অনুযায়ী, তাৎক্ষণিক মামলায় যে সর্বাগ্রে বিষয়টি নির্ধারণ করা প্রয়োজন তা হল শ্বশুরবাড়ির আপিলকারীদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলি সাধারণ সর্বজনীন অভিযোগের প্রকৃতির কিনা এবং তাই বাতিল হওয়ার যোগ্য কিনা ?*

১২. *অভিযোগের প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার আগে, এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারা অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য ছিল কোনও মহিলার উপর তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির দ্বারা সংঘটিত নিষ্ঠুরতা রোধ করা, দ্রুত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে সহজতর করা। তবে, এটি সমানভাবে সত্য যে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বৈবাহিক মামলা মোকদ্দমাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিবাহের প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আরও বেশি অসন্তোষ ও দ্বন্দ্ব রয়েছে, এখন আগের চেয়ে বেশি। এর ফলে স্বামী এবং তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্কোর নিষ্পত্তির হাতিয়ার হিসাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক-এর মতো বিধানগুলি ব্যবহার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

১৩. *এই আদালত* ***রাজেশ শর্মা এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য (২০১৮) ১০ এস. সি. সি ৪৭২*** *মামলার রায়ে মন্তব্য করেছেঃ-*

"১৪. স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী বা তার আত্মীয়দের হাতে নিষ্ঠুরতার শাস্তির প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য নিয়ে সংবিধানে ৪৯৮- ক ধারা যুক্ত করা হয়েছিল, বিশেষত যখন ১৯৮৩ সালের ৪৬ নং আইনের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিতে উল্লিখিত এই ধরনের নিষ্ঠুরতার ফলে কোনও মহিলার আত্মহত্যা বা হত্যার সম্ভাবনা ছিল। ৪৯৮ক ধারায় 'নিষ্ঠুরতা' অভিব্যক্তিটি এমন আচরণকে অন্তর্ভুক্ত করে যা মহিলাকে আত্মহত্যা করতে বা গুরুতর আঘাত (মানসিক বা শারীরিক) বা জীবনের ঝুঁকি বা হয়রানির দিকে ঠেলে দিতে পারে যাতে তাকে বেআইনী দাবি মেটাতে বাধ্য করা যায়। এটি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় যে ইতিমধ্যেই ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর কিছু পরিসংখ্যানে উল্লিখিত বিপুল সংখ্যক মামলা দায়ের করা অব্যাহত রয়েছে। এই আদালত এর আগে এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে এই ধরনের বেশিরভাগ অভিযোগ এই মুহূর্তের উত্তাপে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দায়ের করা হয়। এই ধরনের অনেক অভিযোগই সৎ নয়। অভিযোগ দায়ের করার সময় এর প্রভাব এবং পরিণতি দৃশ্যমান হয় না। কখনও কখনও এই ধরনের অভিযোগগুলি কেবল অভিযুক্তদেরই নয়, অভিযোগকারীকেও অযথা হয়রানির দিকে নিয়ে যায়। গ্রেপ্তারের জন্য ডাকা নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করে দিতে পারে।

১৪. *এর আগে, এই আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে* ***অর্নেশ কুমার বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যরা ; (২০১৪) ৮ এস. সি. সি ২৭৩****-এর ক্ষেত্রেও এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ-*

"৪. সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৈবাহিক বিরোধ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দেশে বিবাহের প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সম্মানিত। স্বামী এবং তার আত্মীয়দের হাতে কোনও মহিলার উপর হয়রানির বিপদ মোকাবেলায় আইপিসি ধারা ৪৯৮-এ চালু করা হয়েছিল। *ভারতীয় দণ্ডবিধির* ধারা ৪৯৮- ক একটি আমলযোগ্য এবং অ-দণ্ডনীয় অপরাধ যা অসন্তুষ্ট স্ত্রীদের দ্বারা ঢালের পরিবর্তে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত বিধানগুলির মধ্যে এটিকে গর্বের একটি সন্দেহজনক স্থান দিয়েছে। হয়রানির সহজতম উপায় হল এই বিধানের অধীনে স্বামী এবং তার আত্মীয়দের গ্রেপ্তার করা। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, শয্যাশায়ী দাদা এবং স্বামীদের ঠাকুমা, কয়েক দশক ধরে বিদেশে বসবাসকারী তাদের বোনদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১৫. ***প্রীতি গুপ্ত এবং অন্যরা ঝাড়খন্ড রাজ্য এবং অন্যরা*** *;* ***(২০১০) ৭ এস. সি. সি ৬৬৭****-এও এটি লক্ষ্য করা গেছেঃ-*

"৩২. এটি একটি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৮এ-এর অধীনে এই অভিযোগগুলির বেশিরভাগই যথাযথ আলোচনা ছাড়াই তুচ্ছ বিষয়গুলির উপর মুহূর্তের উত্তাপে দায়ের করা হয়। আমরা এমন অনেকগুলি অভিযোগের মুখোমুখি হই যা

এমনকি সৎ নয় এবং তির্যক উদ্দেশ্য নিয়ে দায়ের করা হয়। একই সময়ে, যৌতুক হয়রানির প্রকৃত মামলার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিও গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।

৩৩. পারিবারিক জীবনের সামাজিক বন্ধন যাতে নষ্ট বা ধ্বংস না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য আইনজীবীর বিদ্বান সদস্যদের বিশাল সামাজিক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ছোট ছোট ঘটনার অতিরঞ্জিত সংস্করণগুলি ফৌজদারি অভিযোগের মধ্যে প্রতিফলিত না হয়। বেশিরভাগ অভিযোগ হয় তাদের পরামর্শে বা তাদের সম্মতিতে দায়ের করা হয়। আইনজীবীর শিক্ষিত সদস্যরা যারা একটি অভিজাত পেশার অন্তর্ভুক্ত তাদের অবশ্যই তার মহৎ ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে এবং ধারা ৪৯৮ ক -এর অধীনে প্রতিটি অভিযোগকে একটি মৌলিক মানবিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং সেই মানবিক সমস্যার একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে পক্ষগুলিকে সহায়তা করার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা করতে হবে। সমাজের সামাজিক বন্ধন, শান্তি ও প্রশান্তি যাতে অক্ষত থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের যথাসাধ্য তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। বারের সদস্যদের এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে একটি অভিযোগ যেন একাধিক মামলার দিকে না নিয়ে যায়।

৩৪। দুর্ভাগ্যবশত, অভিযোগ দায়ের করার সময় অভিযোগকারীর দ্বারা এর প্রভাব এবং পরিণতি সঠিকভাবে কল্পনা করা হয় না যে এই ধরনের অভিযোগ অভিযোগকারী, অভিযুক্ত এবং তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য অসহনীয় হয়রানি, যন্ত্রণা এবং ব্যথার কারণ হতে পারে।

৩৫. ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল সত্য খুঁজে বের করা এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া এবং নির্দোষদের রক্ষা করা। এই অভিযোগের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্য খুঁজে বের করা একটি কঠিন কাজ। স্বামী এবং তার সমস্ত নিকটাত্মীয়দের জড়িত করার প্রবণতাও অস্বাভাবিক নয়। কখনও কখনও, ফৌজদারি বিচার শেষ হওয়ার পরেও, প্রকৃত সত্যটি নির্ধারণ করা কঠিন। আদালতগুলিকে এই অভিযোগগুলি মোকাবেলায় অত্যন্ত সতর্ক এবং সতর্ক হতে হবে এবং বৈবাহিক মামলাগুলি মোকাবেলা করার সময় অবশ্যই ব্যবহারিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিতে হবে। স্বামীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের হয়রানির অভিযোগ যারা বিভিন্ন শহরে বসবাস করতেন এবং অভিযোগকারী যেখানে থাকতেন সেখানে কখনও যাননি বা খুব কমই গিয়েছিলেন তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ থাকবে। অভিযোগের অভিযোগগুলি অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৩৬. অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে যে দীর্ঘ এবং দীর্ঘস্থায়ী ফৌজদারি বিচারগুলি পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে বিদ্বেষ, তিক্ততা এবং তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে।

এটি একটি সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে অভিযোগকারীর দায়ের করা মামলাগুলিতে স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের যদি কয়েক দিনের জন্যও কারাগারে থাকতে হয়, তবে এটি সৌহার্দ্যপূর্ণ নিষ্পত্তির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেবে। কষ্টের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক।

১৬. ***গীতা মেহরোত্রা এবং অন্যরা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যরা ; (২০১২) ১০ এস. সি. সি ৭৪১***-*এ দেখা গেছেঃ-*

"২১. এই পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক হবে ***জি. ভি. রাও বনাম এল. এইচ. ভি. প্রসাদ ও অন্যান্যদের (২০০০) ৩ এস. সি. সি ৬৯৩***-*এ রিপোর্ট করা এই আদালতের একটি উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের দিকে নজর দেওয়া, যেখানে একটি বৈবাহিক বিরোধেও এই আদালত বলেছিল যে, উচ্চ আদালতের বৈবাহিক বিরোধ থেকে উদ্‌ভূত অভিযোগ বাতিল করা উচিত ছিল, যেখানে পরিবারের সমস্ত সদস্যকে বৈবাহিক মামলা মোকদ্দমায় যুক্ত করা হয়েছিল, যা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের লর্ডশিপগুলি তাতে পর্যবেক্ষণ করেছিল যার সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত যেঃ*

"সাম্প্রতিক সময়ে বৈবাহিক বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছে। বিবাহ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান, যার মূল উদ্দেশ্য হল অল্পবয়সী দম্পতিকে জীবনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম করা। কিন্তু সামান্য বৈবাহিক সংঘর্ষ হঠাৎ করে উদ্‌ভূত হয় যা প্রায়শই গুরুতর অনুপাত ধারণ করে যার ফলে জঘন্য অপরাধ ঘটে যার ফলে পরিবারের প্রবীণরাও জড়িত থাকে যার ফলস্বরূপ যারা পরামর্শ দিতে এবং পুনর্মিলন ঘটাতে পারত তাদের ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হলে তারা অসহায় হয়ে পড়ে।বৈবাহিক মামলা মোকদ্দমাকে উৎসাহিত না করার জন্য এখানে অনেক কারণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যাতে পক্ষগুলি তাদের খেলাপি বিষয়গুলি নিয়ে বিবেচনা করতে পারে এবং পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে বিরোধগুলি বন্ধ করে দিতে পারে আইন আদালতে লড়াই করার পরিবর্তে যেখানে এটি শেষ হতে বছর এবং বছর লাগে এবং সেই প্রক্রিয়ায় পক্ষগুলি বিভিন্ন আদালতে তাদের মামলাগুলি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তাদের "তরুণ" দিনগুলি হারায়। "এই বিষয়ে বিচারকদের দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে আদালতগুলি এই ধরনের বিরোধকে উৎসাহিত করবে না।

১৭. *সম্প্রতি,* ***কে. সুব্বা রাও বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য, (২০১৮) ১৪ এসসিসি ৪৫২***-*এ আরও দেখা গেছে যেঃ-*

"৬. বৈবাহিক বিবাদ এবং যৌতুকজনিত মৃত্যু সম্পর্কিত অপরাধে দূরবর্তী আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আদালতকে সতর্ক থাকতে হবে। স্বামীর আত্মীয়দের সর্বজনীন অভিযোগের ভিত্তিতে জড়িত করা উচিত নয় যদি না তাদের অপরাধে জড়িত থাকার নির্দিষ্ট উদাহরণ তৈরি করা হয়।"

১৮. উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এই আদালত অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের উপর বিচারের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিশ্লেষণ না করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারার অপব্যবহার এবং স্বামীর আত্মীয়দের বৈবাহিক বিবাদে জড়ানোর প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। উক্ত রায়গুলি থেকে আরও স্পষ্ট যে, বৈবাহিক বিরোধের সময় সাধারণ সর্বজনীন অভিযোগের মাধ্যমে মিথ্যা প্রভাব, যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তা হলে তা আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের কারণ হতে পারে। অতএব, এই আদালত তার রায়ের মাধ্যমে আদালতকে স্বামীর আত্মীয়স্বজন এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে কোনও প্রাথমিক মামলা না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া থেকে সতর্ক করেছে।

এবং অবশেষে আদালত রায় দেয়ঃ-

"২২. অতএব, প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং অভিযুক্ত আপিলকারীদের কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকার অনুপস্থিতিতে, আপিলকারীরা যদি বিচারের ক্লেশের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তা হলে তা অন্যায় হবে, অর্থাৎ, অভিযোগকারীর স্বামীর আত্মীয়রা বিচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ এবং সর্বজনীন অভিযোগ প্রকাশ করা যায় না। এই আদালত বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোর দিয়ে বলেছে যে, একটি ফৌজদারি বিচারের ফলে শেষ পর্যন্ত খালাসও অভিযুক্তদের উপর গুরুতর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং তাই এই ধরনের অনুশীলনকে অবশ্যই নিরুৎসাহিত করা উচিত।

১৪. ***অভিষেক বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য মামলায়, ২০১৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৫৬ এবং ২০১৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৫৭, ৩১ আগস্ট, ২০২৩,***

সুপ্রিম কোর্ট বলেছেঃ-

*"১১. এই বাস্তব পটভূমি হওয়ার কারণে, আমরা শুরুতেই লক্ষ্য করতে পারি যে, এফআইআর-এর বিরুদ্ধে আপিলকারীদের **বাতিল আবেদন** যে কোনও ক্ষেত্রে খারিজ হওয়ার যোগ্য ছিল, কারণ এর সঙ্গে সম্পর্কিত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ফাইল করা হয়েছিল, **কেবল প্রত্যাখ্যানের জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।***

এটা ঠিক যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারা -এর অধীনে দায়ের করা একটি পিটিশন গ্রহণ ও তার উপর কাজ করার ক্ষমতা হাইকোর্টের থাকবে। এই ধরনের পিটিশন বিচারাধীন থাকাকালীন পুলিশ যখন চার্জশিট দাখিল করে তখনও এফআইআর বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে। [জোসেফ সালভারাজ এ বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্য ((২০১১) ৭ এসসিসি ৫৯ দেখুন। এই নীতিটি আনন্দ কুমার মোহত্তা এবং অন্যান্য বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি), স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং অন্যটিতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। [(২০১৯) ১১ এসসিসি ৭০৬]। অতএব, এই বিষয়টি আমাদের পক্ষ থেকে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

১২. *ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতার রূপগুলি সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।* ***ভি. রবি কুমার বনাম রাজ্য পুলিশের পরিদর্শক, জেলা অপরাধ শাখা, সালেম, তামিলনাডু এবং অন্যান্যদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা [(২০১৯) ১৪ এসসিসি ৫৬৮],*** *এই আদালত নিশ্চিত করেছে যে যেখানে কোনও অভিযুক্ত হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত এখতিয়ারকে আহ্বান করে এফআইআর বাতিল করতে চায়, সেখানে অভিযোগের অভিযোগের সত্যতা বিচার করার জন্য হাইকোর্টের পক্ষে বাস্তবসম্মত ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।*

মেসার্স নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পি) লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য [২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৩০,১৩.০৪.২০২১-*তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে], এই আদালতের একটি ৩-বিচারকের বেঞ্চ ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারা -এর অধীনে ক্ষমতার পরিধি এবং ব্যাপ্তি বিশদভাবে বিবেচনা করেছে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে বাতিল করার ক্ষমতাটি সতর্কতার সাথে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে, মৃত্যুদণ্ডের প্রেক্ষাপটে প্রণীত নিয়মের সাথে বিভ্রান্ত না হয়ে সংযতভাবে প্রয়োগ করা উচিত।*

এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, যে এফআইআর/অভিযোগটির বাতিলকরণ চাওয়া হয়েছে, তা পরীক্ষা করার সময় আদালত তাতে করা অভিযোগের নির্ভরযোগ্যতা বা সত্যতা বা অন্য কোনও বিষয়ে তদন্ত শুরু করতে পারে না, তবে আদালত যদি যথাযথ মনে করে, বাতিলকরণ এবং আইন দ্বারা আরোপিত আত্মনিয়ন্ত্রণের পরামিতিগুলি এবং আরও বিশেষত, ***আর. পি কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ৮৬৬) এবং হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্যদের [(১৯৯২) সরবরাহ (১) এস. সি. সি এস ৩৩৫],*** *ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পরামিতিগুলি বিবেচনা করে। আদালতের এফআইআর/অভিযোগ বাতিল করার এখতিয়ার থাকবে।*

১৩. *বৈবাহিক বিরোধের মধ্যে স্বামীর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা তার স্ত্রীর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে শুরু করা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য আবেদন করার উদাহরণগুলি বিরল বা সাম্প্রতিক উৎস নয়।*

এই বিষয়ে প্রচুর তথ্য রয়েছে। আমরা এখন বিশেষ প্রাসঙ্গিক কিছু সিদ্ধান্তের দিকে নজর দিতে পারি। সম্প্রতি, কহকশান ***কাউসার ওরফে সোনম এবং অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে। (২০২২) ৬ এস. সি. সি ৫৯৯],*** *এই আদালত একই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সুযোগ পেয়েছিল যেখানে হাইকোর্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারা সহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য দায়ের করা এফআইআর বাতিল করতে অস্বীকার করেছিল।*

শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলি সাধারণ সর্বজনীন অভিযোগ ছিল কিনা যা বাতিল করা হবে, এই বিষয়টি উল্লেখ করে এই আদালত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির কথা উল্লেখ করেছে যেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারার অপব্যবহার এবং স্বামীর আত্মীয়দের বৈবাহিক বিরোধে জড়িত করার প্রবণতা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে বৈবাহিক বিরোধের সময় করা সাধারণ সর্বজনীন অভিযোগের মাধ্যমে মিথ্যা প্রভাব, যা অনিয়ন্ত্রিত রেখে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

সেই মামলার তথ্যে দেখা গেছে যে স্ত্রী শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ করেননি এবং এটি বলা হয়েছিল যে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগের অভাবে তাদের বিচারের অনুমতি দেওয়ার ফলে আইনের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার হবে। এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে একটি ফৌজদারি বিচার, যা শেষ পর্যন্ত খালাসের দিকে পরিচালিত করে, অভিযুক্তদের উপর গুরুতর দাগ ফেলবে এবং এই ধরনের অনুশীলনকে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

১৪. ***প্রীতি গুপ্ত এবং অন্য একটি বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং অন্য একটি। (২০১০) ৭ এস. সি. সি. ৬৬৭]*** *মামলায়, এই আদালত উল্লেখ করেছে যে স্বামী এবং তার সমস্ত নিকটাত্মীয়দের জড়িত করার প্রবণতা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারার অধীনে দায়ের করা অভিযোগের ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিক নয়। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে আদালতগুলিকে এই অভিযোগগুলি মোকাবেলায় অত্যন্ত সতর্ক ও সতর্ক থাকতে হবে এবং বৈবাহিক মামলাগুলি মোকাবেলা করার সময় অবশ্যই ব্যবহারিক বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে, কারণ স্বামীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের দ্বারা হয়রানির অভিযোগ, যারা বিভিন্ন শহরে বসবাস করত এবং কখনও অভিযোগকারী যেখানে বাস করত সেখানে যায়নি বা খুব কমই পরিদর্শন করেছিল, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ যুক্ত করবে এবং এই ধরনের অভিযোগগুলি খুব যত্ন এবং সতর্কতার সাথে তদন্ত করতে হবে।*

১৫. *এর আগে,* ***নীলু চোপড়া এবং অন্য একটি বনাম ভারতী [(২০০৯) ১০ এস. সি. সি ১৮৪]*** *মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল যে, অভিযোগ দায়ের করার জন্য সংবিধিবদ্ধ বিধান এবং তার ভাষার নিছক উল্লেখ, বিষয়টির 'সমস্ত এবং শেষ' নয়, কারণ আদালতের নজরে যা আনা প্রয়োজন তা হল প্রত্যেকের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের বিশদ বিবরণ*

এবং প্রতিটি অভিযুক্ত এবং সেই অপরাধের ক্ষেত্রে প্রতিটি অভিযুক্তের ভূমিকা। এই পর্যবেক্ষণগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারা -এর সাথে জড়িত বৈবাহিক বিরোধের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছিল।

১৬. *আরও সাম্প্রতিক উৎস হল* ***মাহমুদ আলী এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যদের (২০২৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৩৪১,০৮.০৮.২০২৩****-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে) প্রযোজ্য আইনি নীতির উপর ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারা সেখানে, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে যখন একটি অভিযুক্তরা হাইকোর্টে হাজির হয়, হয় ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারা এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অথবা এর অনুচ্ছেদ ২২৬ - এর অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার সংবিধান, এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যধারা পেতে বাতিল করা হয়েছে, মূলত এই ধরনের কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্পষ্টতই তুচ্ছ বা উদ্বেগজনক বা এর সাথে প্রতিষ্ঠিত অতঃপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার গোপন উদ্দেশ্য পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের বিষয়টি খতিয়ে দেখা কর্তব্য যত্ন সহকারে এবং একটু ঘনিষ্ঠভাবে এফআইআর করুন।*

এটি আরও লক্ষ্য করা গেছে যে এটি যথেষ্ট হবে না আদালত এফআইআর/অভিযোগে করা বিভ্রান্তির দিকে নজর দিতে প্রয়োজন কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একা কথিত অপরাধ গঠন উপাদান প্রকাশ করা হয় বা যেমন অসার বা উদ্বেগজনক কার্যক্রমে, আদালতের পাওনা অন্যান্য অনেক উপস্থিতি পরিস্থিতিতে তাকান একটি কর্তব্য মামলার রেকর্ড থেকে উঠে আসা এবং প্রয়োজন হলে, যথাযথ যত্ন সহকারে এবং পরিদর্শন, চেষ্টা করুন এবং লাইনের মধ্যে পড়তে

১৭. ***ভজন লাল (উপরে)****-এ, এই আদালত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, মামলাগুলির বিস্তৃত বিভাগগুলি নির্ধারণ করেছিল যেখানে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারা -এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ ১০২ নিম্নরূপঃ*

'১০২. XIV অধ্যায়ের অধীনে সংবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা সংবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে, আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে চালিত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র এবং স্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে,

অসংখ্য ধরনের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দিতে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণগুলি কোনও আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, সেখানে কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে সংশ্লিষ্ট কোড বা আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে সংশ্লিষ্ট কোড বা আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে এইচ. টি. এম সত্ত্বেও একটি উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়।

১৫. বর্তমান ক্ষেত্রেও, এমন কোনও নথি নেই যা দেখায় যে অভিযুক্ত অপরাধগুলি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপস্থিত রয়েছে

যে কোনও আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এবং এই জাতীয় মামলা বিচারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এবং এইভাবে কার্যধারা বাতিল হতে পারে।

১৬. ২০১৯ সালের সিআরআর ১১৭৬ অনুমোদিত।

১৭. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ক/৩২৩/৪০৬/৩৪ ধারার অধীনে ৩১.১০.২০১৩ তারিখের ২৯৫ নম্বর চার্জশিট হওয়ার প্রক্রিয়াটি ডম ডম থানা মামলা নম্বর ৬৩৩/১৩ তারিখ ১৯.০৯.২০১৩ থেকে উদ্ভূত, যা এখন ব্যারাকপুরের বিদ্বান ৩য় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে **বিচারাধীন।**

১৮. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

১৯. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

২০. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য মাননীয় বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

২১. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সরবরাহ করা হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর দ্রুত।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly